ইত্তেফাক 232

তারিখ ... ৮।৮।৭৮ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... কলাম... ... ...

'হিরোশিমা দিবস'

প্রতিবারের মত এবারেও ভাব-গম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে হিরোশিমা দিবস। সেই হিরোশিমা দিবস ছিল গত ৬ই আগষ্ট। ১৯৪৫ সালের এমনি দিনে হিরোশিমার বুকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল আণবিক বোমা। তিনদিন পর নাগাসাকির উপরে নিক্ষিপ্ত অপর আণবিক বোমা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু মানবেতিহাসের বুকে রাখিয়া গিয়াছে একটি ভয়াবহ আশংকার বীজ। এদিকে, এতদিনে সবার অলক্ষ্যে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। লালিত হইয়াছে। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বিশ্ব-শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণে এমন সব মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান যাহার ক্ষুদ্রতমটিও হিরোশিমা-নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার চাইতে হাজার গুণ শক্তিশালী।

মারণাস্ত্র তথা ধ্বংসযজ্ঞের এই ভয়াবহতা মানব জাতির উপরে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পরিচয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে উপরোক্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকি ম্যাসাকারের নায়কদ্বয়ের মানসিক প্রতিক্রিয়া হইতে। একজন ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতায় উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাম তাঁর ছিল রবার্ট ইথালি। ১৯৬০ সালে তিনি সাংবাদিকদের জানাইয়াছিলেন যে, ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি ঘুমাইতে পারিতেছেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, এই অবস্থা হইতে মুক্তি চাই—কেননা আমি মোটেও শান্তি পাইতেছি না। উল্লেখ্য, বোমা বর্ষণের পর ৩০ বৎসর যাবৎ উন্মাদ থাকিয়া গত জুলাই (৭৮) মাসে মিঃ ইথালি ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে হিরোশিমা বোমা বর্ষণের অন্যতম নায়ক জর্জ ক্যারন সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমার কোন মনস্তাপ নাই। আমি আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র।

যদিও তাহাদের বোমা বর্ষণে দুই লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি নিজ কৃতকর্মের সপক্ষে মিঃ ক্যারনের সাফাই এই যে, সেদিন তাঁহারা বোমা বর্ষণ না করিলে এবং ওই দুই লক্ষ মানুষ না মারিলে বিশ্বযুদ্ধ অব্যাহত থাকিত এবং পরিণামে আরও লক্ষ লক্ষ বনিআদমকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইত।

আগেই বলিয়াছি, হিরোশিমা বোমা বর্ষণের এই দুই নায়ক বস্তুতঃই শান্তি বনাম পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মানবজাতির দুই মনোভাবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। আজ শক্তিধর কিংবা নিরস্ত্র যে কোন শিবির কিংবা দেশের মনোভাব এতদুভয়ের মনোভাব হইতে পৃথক নয়। বিশেষ বিজ্ঞান উদ্ভাবিত আধুনিক মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা উপলব্ধি করিয়া শান্তিকামী কেহবা ঘুমাইতে পারেন না; কেহবা সেই উদ্ভাবনাকে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া উহাদের সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করে। কেহই যুক্তিতে কম না, তাহাদের বক্তব্যে সত্যের ঘাটতি রহিয়াছে—ইহাও বলার উপায় নাই। আজ একদিকে হিরোশিমায় শান্তির সপক্ষে মিছিল বাহির হইতেছে, অন্যদিকে সল্ট আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে অস্ত্র তৈয়ার হইতেছে; ছুরি শানানো চলিতেছে; রণ-পাঁয়তারা চালাইতে কেহ কম করিতেছে না।

ইহার মধ্যে মানুষের ইতিহাসের গতি কোন দিকে? বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁহার "আন-আর্মড ভিক্টোরি" পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন, "যুদ্ধ বিজয়ের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু অস্ত্র ছাড়াও যুদ্ধ বিজয় হয়। রণ দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়!" কবির সেই সত্যও যে বাস্তব পৃথিবীর সত্য হইতে পারে, কিউবা-সংকটকালে কেনেডী-ক্রুশ্চেভের দ্বৈরথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া শতাব্দীর শান্তিবাদী ও সংগ্রামী এক মনীষী এই মহা সত্য উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয়, শক্তিধর আমেরিকা ও রাশিয়া এই অশীতিপর নিরস্ত্র বৃদ্ধের বক্তব্যই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইয়াছিল এবং বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছিল তৃতীয় মহাযুদ্ধের কবল হইতে। আজও হিরোশিমা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শান্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মাত্রেই গোটা মানব জাতির সভ্যতার জন্য সেই অস্ত্রবিহীন বিজয়ের সাফল্যই কামনা করিতেছে, ভবিষ্যতেও করিবে।